দৈনিক ইনকিলাব

4 FEB 20.3

১২/ ৬

চলমান ছাত্র রাজনীতি : হতাশা ছাড়া কিছুই দিতে পারছে না

'ছাত্র' কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Student এবং আরবী প্রতিশব্দ 'তালিব'। ছাত্র কথাটি উচ্চারণ করলেই একটি বিপ্লবী চেতনার কথা স্মরণ হয়ে যায়। কারণ, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের বিকল্প নেই। ছাত্ররাই আগামী দিনের কর্ণধার, পরিচালক বা বাহক। 'ছাত্র রাজনীতি' কথাটি একটি ব্যাসবাক্য। যা দু'টি শব্দের সমন্বয়। একটি ছাত্র, অন্যটি-রাজনীতি। অর্থাৎ ছাত্রদের কল্যাণে যে রাজনীতি তাই-ত ছাত্র রাজনীতি।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেছেন, 'রাজনীতি হচ্ছে এমন একটি মহৎ কর্ম প্রয়াস, যার লক্ষ্য– সমাজ হতে অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ এবং মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা, সমাজে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা তথা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা। সুতরাং ছাত্রদের কল্যাণ এবং মঙ্গলের যে রাজনীতি তাই ছাত্র রাজনীতি।

একজন ছাত্র শুধুমাত্র তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক নিয়েই ব্যস্ত থাকবে আর দেশ এবং বিশ্ব সম্পর্কে কিছু জানবে না ও কোন দায়িত্ব পালন করবে না এটা হতে পারে না। রাজনীতিও শিক্ষার একটি অংশ। যারা আগামী দিনে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে- কিন্তু রাজনীতি করবে না, এটা কীভাবে সম্ভব? অথচ অতীতে বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র সমাজের ভূমিকাই ছিল সবার শীর্ষে। কারণ, ছাত্র সমাজের রয়েছে দীর্ঘকালের সংগ্রামী ঐতিহ্য। পাকিস্তান আমলে পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন– '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৮ সাল থেকে আইয়ুবীয় সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা সংকোচন নীতি বিরোধী শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন, '৬৬-এর স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-উত্তর স্বৈরাচার বিরোধী প্রায় সকল

ইউনুস আলী ইকবাল

গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজ অগ্রণী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে ছাত্র সমাজ জনগণের সাথে স্নেহ-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, আবেগের সম্পর্কিত। তবে বর্তমান ছাত্র রাজনীতির সাথে অতীতের ছাত্র রাজনীতির বিরাট ব্যবধান। বর্তমান ছাত্র রাজনীতির নামে অবাধে চলছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি আর প্রতারণা। যার কারণে দেশের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, মেধাশূন্য ছাত্র রাজনীতি জাতির জন্য কলংক ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে না। মেধাশূন্য ছাত্র রাজনীতির ফলে বছরের পর বছর ফেল করে 'আদুভাই' সাজে এবং পরবর্তীতে ছাত্রজীবন শেষ করে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।

আজ ছাত্র রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে চরিত্রহীন নেতৃত্বের মাধ্যমে। অথচ 'A man without charectar is more dangerous then a lion' একজন চরিত্রহীন মানুষ হিংস্র জন্তুর চেয়েও বেশী ভয়ংকর। যার প্রমাণ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্থানে মানুষ গড়ার আঙ্গিনা বলে পরিচিত সেখানের ছাত্ররা ধর্ষণের সেঞ্চুরী পালন করে মিষ্টি বিতরণ করে। এ সমস্ত ছাত্রই আবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করছেন। তারা শিক্ষক নামের কলংক, গোটা জাতির জন্য অভিশাপ। যারা নিজের মেয়েতুল্য ছাত্রীকে ধর্ষণ করে তাদের বিন্দুমাত্র মনুষত্ববোধ আছে কি-না তা আজ জাতির কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ প্রসঙ্গে Plato বলেছেন, 'একটি দেশের শাসকবর্গ যদি মূর্খ ও চরিত্রহীন হয় তবে ওই জাতি স্বৈরশাসন, মূর্খ শোষণ ও অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই পায় না। এজন্য শাসকবর্গকে অবশ্যই জ্ঞানী, উচ্চশিক্ষিত, দার্শনিক ও আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

বর্তমানের ছাত্র রাজনীতি একটি লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি। যার কারণে, ছাত্র রাজনীতি প্রকৃত উদ্দেশ্যেই ভেস্তে যাচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের ছাত্র রাজনীতি আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই অতীতের সেই গতিশীল গৌরবময় ছাত্র রাজনীতি। যে ছাত্র রাজনীতি ছাত্র সমাজকে উপহার দিতে সক্ষম হবে একটি আদর্শ ছাত্র সমাজ। যাদের নেতৃত্বে জাতি গর্ববোধ করবে। ছাত্র সমাজের প্রকৃত অধিকার আদায় হবে। যে নেতৃত্বের ছায়ায় সন্ত্রাসের কোন প্রশ্রয় থাকবে না। কোন ছাত্রী কোন ধর্ষণের শিকার হবে না।

আর যদি তা না হয়, তবে বর্তমানের এ ছাত্র রাজনীতি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ, দুঃখ ও হতাশা ছাড়া অন্য কিছুই দিতে সক্ষম হবে না।

হাবিবুর রহমান হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।